দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 27 APR 1993
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ প্রাসঙ্গিক তথ্য

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় তার দীর্ঘ যাত্রায় ইতোমধ্যে এক যুগেরও বেশী পথ পাড়ি দিয়েছে। ১৯৭৭ ইং সালের জানুয়ারী মাসে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি' গঠিত হয়। এদিকে ঐ বছরের এপ্রিল মাসে ইসলামী সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি) মক্কায় ইসলামী শিক্ষার উপর একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে সদস্য দেশসমূহের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানগণ যোগ দেন। বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করা হয় এই সম্মেলনে। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় পরিকল্পনা কমিটি সাত মাসের মধ্যে তার রিপোর্ট পেশ করে। এদিকে কমিটির রিপোর্ট পেশ অন্যদিকে সম্মেলন সংস্থার সুপারিশ এই দুয়ের নিরিখে ১৯৭৯ সালের ২২শে নভেম্বর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান (প্রয়াত) জিয়াউর রহমান। কুষ্টিয়া-ঝিনাইদহ মহাসড়কের পশ্চিম পার্শ্বে ১৭৫ একর জমি বরাদ্দের মাধ্যমে ঐ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হলেও 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাদেশ ১৯৮০' জাতীয় সংসদে পাস হয় ১৯৮০ সালে।

ইসলামী শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, কলা, বাণিজ্য ও প্রযুক্তির সকল শাখার পঠন, পাঠন ও উচ্চতর গবেষণার উপরে সমান গুরুত্ব আরোপ করে একটি সুসংগত এবং যুগোপযোগী শিক্ষা ব্যবস্থার পথ সুগম করবার লক্ষ্যেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা। প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকল্প পরিচালক নিযুক্ত হন ডঃ এ এন. এম মমতাজ উদ্দিন চৌধুরী। পরবর্তীতে তাঁকে উপাচার্যের দায়িত্বভার দেওয়া হয় ১৯৮১ ইং সালের ৩০শে জানুয়ারী। তিনি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য। সে সময়েই শান্তিডাংগা-দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শুরু হয়। নির্মাণ কাজ সাত/আট শতাংশ শেষ হতে না হতেই ১৯৮২ ইং সালে এক সরকারী সিদ্ধান্তে বিশ্ববিদ্যালয়টি ঢাকার অদূরে গাজীপুরে স্থানান্তরিত হয়। ৪৭ একর জমির উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ চলতে থাকে গাজীপুরের বোর্ডবাজারস্থ ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের পার্শ্বে।

১৯৮৬ ইং সালে দু'টি অনুষদে চারটি বিভাগে মোট ৩০০ জন ছাত্রের ভর্তির মধ্যদিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়। একটি অনুষদের নাম মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান, অপরটি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা (পূর্বে এর নাম ছিল শরীয়াহ)। মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে যে দু'টি বিষয়ে ছাত্র ভর্তি করানো হয়েছিল সেগুলো হলো ঃ হিসাব বিজ্ঞান, ব্যবস্থাপনা। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের অধীনে বিভাগগুলো হলো ঃ আল-কোরআন ওয়া উলুমুল কোরান এবং উসুলুত তাওহীদ ওয়াদ দাওয়া। পরবর্তী বছরে দু'টি অনুষদে যথাক্রমে অর্থনীতি এবং আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ চালু করা হয়।

এর দু'বছর পর ১৯৮৮ সালের ২৮শে ডিসেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলামকে উপাচার্য হিসাবে ডঃ এ. এন. এম. মমতাজ উদ্দিনের স্থলাভিষিক্ত করা হয়।

১৯৯০ ইং সালে আর একটি সরকারী সিদ্ধান্তের বলে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে মূল ক্যাম্পাসে অর্থাৎ শান্তিডাংগা-দুলালপুরে স্থানান্তরিত করা হয়। শান্তিডাংগা-দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ ন্যূনতম সমাপ্তির পর্যায়ে না থাকাতে বিকল্প ব্যবস্থায় কুষ্টিয়া শহরস্থ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা কার্যক্রম চালু করা হয় ১৯৯০ সালের ১৬ই মে থেকে। ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে 'মেডিক্যাল এসিসটেন্স ট্রেইনিং স্কুল' এবং 'প্রাইমারী ট্রেইনিং ইনষ্টিটিউট' উল্লেখযোগ্য।

অধ্যাপক মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলামের পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুহাম্মদ আব্দুল হামিদ তৃতীয় উপাচার্য হিসেবে (বর্তমান) দায়িত্বভার গ্রহণ করেন ১৮ই জুন '৯১তে।

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম-এর সময়েই ১৯৯১ ইং সালে আরো ৫ (পাঁচ)টি নতুন বিভাগে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়। বিভাগগুলো হলো ঃ-১) বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ২) ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য, ৩) আরবী ভাষা ও সাহিত্য, ৪) রাষ্ট্রনীতি ও লোক প্রশাসন এবং ৫) ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ। বর্তমান উপাচার্য অধ্যাপক এম. এ. হামিদ এর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর ১৯৯২ সালে একটি বিভাগ খোলা হয়- আল হাদীস ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ।

দুই বছরেরও অধিক সময় ধরে কুষ্টিয়া শহরে বিকল্প ব্যবস্থায় শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবার পর ১৯৯২ সালের ১লা নভেম্বর থেকে মূল ক্যাম্পাস শান্তিডাংগা-দুলালপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়।

বর্তমানে দু'টি অনুষদে মোট ১২টি বিভাগ আছে। ৮টি মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে এবং ৪টি ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের অধীনে। মোট ছাত্র-ছাত্রী প্রায় দু'হাজার। উল্লেখ থাকে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের শুরু থেকে ছাত্রী ভর্তির রীতি চালু ছিল না। ৫ম ব্যাচ থেকে ছাত্রী ভর্তি শুরু হয়েছে (১৯৯১'র গোড়ার দিকে)। বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম অনুযায়ী বাংলাদেশের নাগরিকের ভর্তির সুযোগ থাকায় ৫ম ব্যাচ থেকে সকল ধর্মাবলম্বী ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করানো হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন ৮৫ জন, কর্মকর্তা ৪০ জন এবং তৃতীয়/চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় ২২৫ জন। হল দু'টি। মেয়েদের হল এখনও নির্মিত হয়নি। অস্থায়ীভাবে একটি বিল্ডিংয়ে থাকবার ব্যবস্থা করা হয়েছে মাত্র।

আগামী শিক্ষা বর্ষে আরো চারটি বিভাগ খোলার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে। সম্ভাব্য বিভাগগুলো নিম্নরূপ ঃ

পরিসংখ্যান, গণিত, মুসলিম দর্শন এবং তুলনামূলক ধর্ম। যথাশীঘ্র এই বিভাগগুলো পূর্ণাংগভাবে রূপদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউট খোলার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এই ইনষ্টিটিউটে আরবী, বাংলা, ইংরেজী, বর্মী, চীনা, আসামী, ফরাসী, জার্মান, হিন্দি, ইন্দোনেশিয়া, ইটালীয়ান, রুশ, সিংহলী, স্পেনিশ, তামিল, থাই, তুর্কী, উর্দু ইত্যাকার বিবিধ আধুনিক ভাষার উপরে ভবিষ্যতে পর্যায়ক্রমে শিক্ষাদানের বিধান রাখা হয়েছে। যথাশীঘ্র-বাংলা, ইংরেজী ও আরবী এই তিনটি ভাষা দিয়ে এই ইনষ্টিটিউট তার যাত্রা শুরু করবে।

এই বিশ্ববিদ্যালয় ইতোমধ্যে ইসলামী শিক্ষা ও গবেষণা ও ইনিষ্টিটিউট নামে একটি ইনষ্টিটিউট খোলার কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অচিরেই এই ইনষ্টিটিউট তার কার্যক্রম চালু করবে। ইসলামী শিক্ষা/পঠন পাঠন ও উচ্চতর গবেষণা সংক্রান্ত বিষয়ে সর্বাত্মক পৃষ্ঠপোষকতা দান এই ইনষ্টিটিউটের কাজ।

অনার্স ও মাষ্টার্স কোর্সের বাইরেও বর্তমানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ড অব এডভান্সড ষ্টাডিজ গঠনের মাধ্যমে এমফিল এবং পিএইচডি কোর্সেও ছাত্র-ছাত্রী নিবন্ধিকরণ কার্যক্রম শুরু করেছে। দেশের অন্যান্য প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংগতি রেখেই এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল, পিএইচডি পাঠ্যক্রম আবর্তিত হচ্ছে। গত শিক্ষা বর্ষে ১৩ জনকে পিএইচডিতে এবং ১৯ জনকে এমফিলে ভর্তি করানো হয়েছে।

দেশের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের আওতাধীন এবং বাংলাদেশ সরকারের পূর্ণ অর্থানুকূল্যে পরিচালিত। তবে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সংস্থা ক্ষেত্র বিশেষে আর্থিক সহায়তা দান করেছে এবং সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদেরকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছে। সৌদি আরবের মহামান্য বাদশাহ ফাহদ চলতি বছরে কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীর জন্য ১ম কিস্তির আর্থিক সাহায্য বাবদ ৫০,০০,০০০/- (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা প্রদান করেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠালগ্নে ইরাক সরকার একটি 'হল' নির্মাণের আর্থিক সহায়তা করেছেন। ইসলামী উন্নয়ন ব্যাংক (জেদ্দা) বিজ্ঞান অনুষদ ভবন নির্মাণ, ছাত্র/শিক্ষক মিলনায়তন, ষ্টাফ কোয়ার্টার ও আন্তর্জাতিক রেষ্ট হাউস নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন।

ভবিষ্যৎ একাডেমিক উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯৪-৯৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে তৃতীয় অনুষদ হিসেবে 'ভৌত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি' অনুষদ চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে। এই অনুষদের অধীনে সম্ভাব্য বিভাগসমূহ ঃ

১) ফাইবার টেকনোলোজী,
২) গ্লাস এন্ড সিরামিক টেকনোলোজী,
৩) মেটেরিয়াল সায়েন্স,
৪) পলিমার টেকনোলোজী,
৫) ইলেক্ট্রোনিক্স এন্ড কম্পিউটার টেকনোলোজী,
৬) ইনষ্ট্রুমেন্টেশান এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিজিক্স,
৭) মাইক্রোবায়োলজী,
৮) লিমনলোজী,
৯) জেনেটিক্স এবং মলিকুলার বায়োলজী ইত্যাদি।

এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তর থেকে এবং বিভিন্ন মহল থেকে কিছু বিষয় চালু করার ব্যাপারে দাবী উঠছে যেমন ঃ

১) পরিবেশ বিজ্ঞান (এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স)
২) কৃষি বিজ্ঞান (এগ্রিকালচারাল সায়েন্স)
৩) চিকিৎসা বিজ্ঞান (মেডিক্যাল সায়েন্স)
৪) ফরেষ্ট্রী ইত্যাদি।

এই শিশু বিশ্ববিদ্যালয়টি পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার নিমিত্তে সকল দেশপ্রেমিক শিক্ষানুরাগী সুধীজনসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাহায্য-সহযোগিতার হাত প্রসারিত হোক, ইহাই ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কামনা।